তাজাল্লির কুরআন

কুরআন বোঝার রাজপথে
আপনার প্রথম স্বপ্নযাত্রা

শাইখ আদিল মুহাম্মাদ খলিল

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

নাজরানা

যুগে যুগে কুরআনের খিদমতে জীবন কুরবান করে
যাঁরা ধন্য হয়েছেন।

যাঁরা কুরআনকে ভালোবাসেন, আল্লাহর জমিনে
আল্লাহর দ্বীন কায়িমের স্বপ্ন দেখেন।

রুহামা

মোনালি প্রভাতের আয়োজন

আমরা স্বপ্ন দেখি। একটি আলোকিত ভোরের স্বপ্ন। হৃদয়ের রুপালি পর্দায় একটি দৃশ্যই কেবল দেখতে পাই—পুবাকাশে উঁকি দিচ্ছে তাওহিদের রক্তলাল সূর্য। বাংলার সবুজ প্রান্তরে আছড়ে পড়েছে ইসলামের শুভ্র নরম আলো। কালিমাখচিত একটি ঝান্ডা দোল খাচ্ছে ইনসাফের মৃদুমন্দ হাওয়ায়। কুরআন ও সুন্নাহর জান্নাতি সৌরভে আমোদিত চারপাশ। ইমান, ইখলাস, তাওবা ও তাকওয়ার বাহারি ফুল ফুটেছে বাংলার পথে-প্রান্তরে। এখানে-ওখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদের আকাশছোঁয়া মিনার। আর ওদিকে জাবালে নুরের পাদদেশে দারুল আরকাম কিংবা সুফফাওয়ালাদের ডেরা। সারাক্ষণ শোনা যায়, ক্বালাল্লাহ ক্বালা রাসুলুল্লাহর সুমধুর গুঞ্জন...

ইস! কত পবিত্র কত নয়নাভিরাম এই দৃশ্য! যতই দেখি মন ভরে না। আমরা বিশ্বাস করি—আল্লাহর ইচ্ছায় আলোকিত ভোরের স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হবে; যুগ যুগ ধরে হাজারো মুসলিম তরুণের অন্তরে আঁকা এই দৃশ্যে একদিন বাস্তবতার রং লাগবে। এই আমাদের প্রত্যয়—আমাদের প্রত্যাশা...

শুধু স্বপ্ন আর কল্পনা নিয়েই পড়ে থাকার পাত্র আমরা নই। বাংলার তরুণদের হৃদয়ে আমরা জাগিয়ে তুলতে চাই তাওহিদের বিপ্লবী চেতনা। সময়ের পথ পরিক্রমায় নতুন ভোরের আয়োজনে কাজ করছে হাজারো প্রতিভাদীপ্ত তরুণ। 'রুহামা' এই স্বাপ্নিক আয়োজকদেরই একটি ছোট্ট পরিবার। বই, কালি ও কলম নিয়েই কাটে আমাদের বেলা। এই মুবারক সফরে আপনিও সাদর আমন্ত্রিত...

দুআ
ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

কুরআন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কালাম, মানবজাতির জন্য আল্লাহর নাজিলকৃত একমাত্র জীবনবিধান। নিঃসন্দেহে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ তাআলার প্রিয় আমলগুলোর অন্যতম। তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, ফাহম ও তাদাব্বুর বিহীন তিলাওয়াত সঠিক পদ্ধতি নয়। এটি তিলাওয়াতের বৃহত্তর যে লক্ষ্য তার পরিপন্থী। আর তা হলো, কুরআনের তাদাব্বুর এবং কুরআনের হিকমাহ ও রহস্যের সাগরে অবগাহন।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমের তাদাব্বুরের প্রতি আমাদের উৎসাহিত করেছেন :

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

> 'এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার ওপর নাজিল করেছি; যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর করে এবং বুঝমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[১]

যারা তাদাব্বুর করে না, কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে ফিকির করে না, তাদেরকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

১. সুরা সাদ, ৩৮ : ২৯।

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾

'তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'[২]

কুরআনের ফাহম ও তাদাব্বুরের মুবারক পথে একটি সুন্দর পদক্ষেপ হলো, শাইখ আদিল মুহাম্মাদ খলিল হাফিজাহুল্লাহ রচিত মূল্যবান গ্রন্থ (أول مرة أتدبر القرآن)। এটি তাদাব্বুরে কুরআনের প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যও খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের মাধ্যমে এর লেখক, পাঠক, প্রকাশক সবাইকে উপকৃত করুন।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

দুআ কামনায়

শাইখ মুহাম্মাদ হামুদ আন-নাজদি

প্রধান, আল-লাজনাতুল ইলমিয়্যাহ, ইহয়াউত তুরাসিল ইসলামি।

২. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪।

দুআ
ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه أجمعين.

শাইখ আদিল মুহাম্মাদ খলিল রচিত (أول مرة أتدبر القرآن) শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থটি আমি দেখেছি।

আমি মনে করি, বইটি অত্যন্ত সারগর্ভ ও উপকারী। এতে প্রতিটি সূরার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ফজিলত ও মর্যাদা, আলোচ্য বিষয়াদি, আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য এবং কোথাও কোথাও শানে নুজুলও উল্লেখ করা হয়েছে। এই আলোচনাগুলো পাঠকের জন্য কুরআন বোঝার পথ সুগম করবে, সূরাসমূহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সাহায্য করবে, আয়াতসমূহের পারস্পরিক বন্ধন, সম্পর্ক ও আলোচনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা দেবে। ফলে কুরআন বোঝা ও হিফজ করার ক্ষেত্রে এটি বেশ কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আর লেখক এটি এত সহজ ভাষা ও সরল বিন্যাসে সংকলন করেছেন যে, যেকোনো স্তরের পাঠকই এটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

তাই কুরআনের প্রতিটি শিক্ষার্থীরই উচিত কোনো সুরা পড়ার পূর্বে প্রথমে এই বইটি থেকে ওই সুরা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অধ্যয়ন করে নেওয়া। এরপর পার্থক্যটি সে নিজেই দেখতে পাবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

দুআ কামনায়

ড. আব্দুল মুহসিন জাবান আল-মুতাইরি

প্রধান, পরিচালনা পরিষদ, আয়াতুল খাইরিয়া সংস্থা।

অধ্যাপক, তাফসির বিভাগ, শরিয়াহ অনুষদ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়।

দুআ
ও অভিমত

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর ওপর।

বাংলাভাষায় কুরআনবিষয়ক যেকোনো কাজ হয়েছে শুনলেই আনন্দিত হই। আল্লাহর কালাম নিয়ে; বিশেষ করে তাদাব্বুর তথা কুরআনের বক্তব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা ও কুরআন থেকে উপদেশ-শিক্ষা গ্রহণ করার চর্চা আমাদের দেশে খুব কমই হয়ে থাকে। এর পেছনে প্রথম কারণ তো হলো, আমাদের দেশের মানুষের মুখের ভাষা আরবি নয়। তাদেরকে এর মানে বুঝতে হলে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু সেই পথে খুব কম মানুষই হাঁটতে চায়। যেখানে তিলাওয়াত করার মানুষই কম, সেখানে তিলাওয়াতকৃত অংশের আবার অর্থ পড়া ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা তো আরও দূরের বিষয়। ফলে কুরআন তাদের কাছে কেবলই একটি তিলাওয়াতের গ্রন্থ।

দ্বিতীয়ত এই বিষয়ে মানুষকে উৎসাহী ও আগ্রহী করার উদ্যোগের অভাব। বাংলাভাষায় কুরআনের অনুবাদ যে নেই, তা নয়। আজকাল তো বিভিন্ন জনের করা অনুবাদ খুবই সহজলভ্য। কিন্তু এর জন্য আলাদা সময় ব্যয় করার যে ফায়দা ও ফজিলত, তা না জানার কারণে লোকে আগ্রহী হয় না। কোনোমতে তিলাওয়াত করেই কুরআনটা গিলাফে মুড়ে তাকে তুলে রাখে।

আশার কথা হচ্ছে, এই অবস্থাটার পরিবর্তন ঘটছে। যদিও গতিটা খুব ধীর, তবুও তো হচ্ছে। মানুষ কুরআনের আরও কাছে আসছে। কুরআনকে

নিবিড়ভাবে আপন করে নিচ্ছে। এরচেয়ে বেশি সুখের কথা আর কী হতে পারে! এ ক্ষেত্রে বড়সড় ভূমিকা পালন করছে কুরআনের তাদাব্বুরবিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থগুলো।

পাঠকের হাতে থাকা এই বইটির সফটকপি থেকে শুরুর কিছু অংশ আমি অধম দেখেছি। ব্যস্ততার কারণে পুরোটা পড়তে না পারলেও দৃঢ় ইচ্ছা আছে, ছাপার হরফে হাতে আসার পর পড়ে নেব ইনশাআল্লাহ। তবে যতটুকু পড়েছি, তাতে এর ধারাবিন্যাস ও আলোচনা-পদ্ধতি অসাধারণ ও অনন্য মনে হয়েছে। যেসব বই একবার নয়; বারবার পাঠ করার, নিঃসন্দেহে এটি তার তালিকায় স্থান পাওয়ার হকদার। প্রিয় পাঠক, এটি যেন থাকে আপনার পড়ার টেবিলে কিংবা শিথানের পাশে। যখন তখন মন চাইলেই হাত বাড়িয়ে যাকে ধরা যায় এবং কিছু পৃষ্ঠা পড়ে ফেলা যায়।

বইটি বাংলাভাষী কুরআনপ্রেমী মানুষদের জন্য চিত্তাকর্ষক একটি উপহার হবে ইনশাআল্লাহ। যা সহজেই মিটাবে তৃষিত অন্তরের তৃষ্ণা এবং জ্বালাবে বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরে ওহির আলো। বইটির অনুবাদক ও প্রকাশকের জন্য রইল অন্তরের অন্তস্তল থেকে নির্মল দুআ ও শুভকামনা। ওয়াস-সালাম।

দুআ কামনায়

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, নূরুল কুরআন একাডেমি।

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل القرآن إماما ونورا وهدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن؛ وخير من تدبر القرآن؛ ومن كان خلقه القرآن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

আমরা যারা আরবি ভাষা নিয়ে টুটাফাটা কিছু মেহনত করেছি, তাদের অনেকেই কুরআনের অর্থ মোটামুটি বুঝি। কিন্তু কেন জানি, পুরো কুরআন নিয়ে মেহনত করা আমাদের হয়ে ওঠে না। কুরআনের ফাহম ও তাদাব্বুর নিয়ে আমাদের মাঝে একধরনের অনীহা ও অলসতা কাজ করে। কখনো তিলাওয়াত করতে গিয়ে কোনো আয়াত হয়তো আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয়, কোনো সুরা হয়তো ভালো লেগে যায়; কিন্তু পুরো কুরআনের সঙ্গে আমাদের বন্ধন বরাবরই প্রাণহীন থেকে যায়। ১১৪টি সুরায় বিন্যস্ত ৩০ পারা কুরআনকে আমাদের কাছে অধরা রহস্য মনে হয়। পুরো কুরআনকে কিংবা প্রতিটি সুরায় আলোচিত বিষয়বস্তুগুলোকে আমরা একনজরে দেখতে পারি না বলেই এমন হয়। আমরা কুরআনের ভেতরে বিশৃঙ্খলভাবে কখনো এদিকে কখনো ওদিকে পায়চারি করি বলেই এমন হয়। আমাদের উচিত প্রতিটি সুরার ওপর স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা এবং খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিটি সুরার ওপর একটি সামগ্রিক দৃষ্টি বুলানো : প্রতিটি সুরার নাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়াদি, আলোচনার ব্যাপ্তি এবং আলোচনার বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র স্মৃতিতে ধারণ করা। আলোচনার সুবিধার্থে এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে এখানে আমরা ফাহমে কুরআন বলতে পারি।

আরেকটি বিষয় হলো, তাদাব্বুরে কুরআন। আমরা সবাই কম-বেশি তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ তিলাওয়াতই হয় প্রাণহীন। তাই কুরআন আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় না, আমাদের মনোজগতে সাড়া ফেলে না, আমাদের হৃদয়ে হিদায়াতের নুর সৃষ্টি করে না। অথচ আমাদের সালাফগণ যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তারা অঝোর নয়নে কাঁদতেন; প্রতিটি আয়াত তাদেরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেত; কুরআনের সঙ্গে কাটানো সময়গুলো তাদের জীবনকে সুরভিত করে রাখত। কুরআনুল হাকিমে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

'মুমিন তো তারাই, আল্লাহর স্মরণে যাঁদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে যাঁদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা কেবল তাদের রবের ওপরই তাওয়াক্কুল করে।'[৩]

সালাফের সঙ্গে আমাদের তিলাওয়াতের এই পার্থক্যের কারণ হলো, তারা আমাদের মতো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতেন না। তারা ফাহম ও তাদাব্বুর সহযোগে তিলাওয়াত করতেন, প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীরভাবে ফিকির করতেন, আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমতগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনের একাধিক জায়গায় তাদাব্বুরের প্রতি আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

❀❀❀

প্রিয় পাঠক,

আপনার হাতের বইটি এই দুটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সংকলিত হয়েছে : ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআন।

৩. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২।

বইটির বিন্যাসরীতি, তথ্যসূত্র, অধ্যয়নের নিয়ম ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় সব কথা মুহতারাম লেখক নিজেই ভূমিকায় বলেছেন। তাই আমরা এখানে একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করব না। কেবল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের দিকে সামান্য ইঙ্গিত করার চেষ্টা করব।

প্রতিটি সুরা নিয়ে মোট আটটি পয়েন্টে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পয়েন্টে আপনি জানতে পারবেন, সুরাটির আয়াতসংখ্যা কত এবং এটি মাক্কি নাকি মাদানি। এখান থেকে আপনি সুরাটির আকার ও ধরন সম্পর্কে একটি ছোট্ট ধারণা পেয়ে যাবেন। দ্বিতীয় পয়েন্টে জানতে পারবেন, সুরার নাম। তৃতীয় পয়েন্টে নামকরণের কারণ। এই দুটি পয়েন্ট আপনার সঙ্গে সুরাটির একটি মোটামুটি পরিচয় গড়ে তুলবে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আপনাকে কিঞ্চিৎ ধারণা দেবে। তারপর চতুর্থ পয়েন্টে আসবে সুরার ফজিলত ও গুরুত্ব। এটি আপনার মনে সুরাটি সম্পর্কে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা বাড়িয়ে দেবে। আপনি সুরাটিকে আরও ভালোভাবে জানতে চাইবেন। পঞ্চম পয়েন্টে আসবে, সুরাটির শুরুর সঙ্গে শেষের মিল। এতে সুরাটি আরম্ভ করার পূর্বেই এর আপাদমস্তক আপনার একনজর দেখা হয়ে যাবে এবং সুরার সঙ্গে আপনার পরিচয় আরও একটু গাঢ় হবে। ষষ্ঠ পয়েন্টে আসবে, সুরাটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু, যেটিকে ঘিরে পুরো সুরাটির আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। এটিকে সুরাটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বলা যায়। এটির মাধ্যমে পুরো সুরাটির বিষয়বস্তু আপনি কয়েকটি শব্দে জেনে নিতে পারবেন এবং মনে গেঁথে নিতে পারবেন। এরপর থেকে যখনই আপনি সুরাটির নাম শুনবেন, সুরাটির বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আপনার অন্তরে ভেসে উঠবে। সপ্তম পয়েন্টে আসবে, আয়াত নাম্বার উল্লেখ করে সুরাটির আলোচ্য বিষয়াদির ধারাবাহিক বিবরণ। এতে পুরো সুরাটির সবগুলো বিষয়বস্তু পয়েন্ট আকারে আপনার স্মৃতিতে ভাঁজে ভাঁজে বসে যাবে এবং আপনি চাইলে এই পয়েন্টগুলো ব্যবহার করে পুরো সুরাটির সারমর্ম গল্পের মতো অনায়াসে কাউকে বলে ফেলতে পারবেন কিংবা চাইলে লিখেও রাখতে পারবেন। এই পয়েন্টটি অধ্যয়ন করে আপনার মনে হবে, আপনি সুরাটি সংক্ষিপ্তভাবে অনেকটা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। একেবারে শেষে অষ্টম পয়েন্টে আসবে সুরাটি সম্পর্কে বিচিত্র সব তথ্য, তত্ত্ব, বিভিন্ন আয়াতের তাদাব্বুর, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা ও উপদেশ ইত্যাদি। এই পয়েন্টটি আপনার হৃদয়ে সুরাটি সম্পর্কে আপনার ধারণাই বদলে

দেবে। একটু আগে যে মনে হয়েছিল সুরাটি আপনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন, সেই ধারণাটিও উড়ে যাবে। আপনার মনে হবে, সুরাটির অর্থ ও মর্ম আয়ত্ত করা গেলেও এর রহস্যের কোনো কূল-কিনারা নেই, আয়াতগুলো নিয়ে যতই তাদাব্বুর করব, ততই নতুন রহস্য এসে ধরা দেবে। একটি মূর্তিমান কৌতূহল ও অতৃপ্তি আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

এককথায়, এই বইটি আপনার হৃদয়ে ১১৪ সুরার একটি সরল ও সহজ মানচিত্র তৈরি করে দেবে ইনশাআল্লাহ। ৩০ পারা কুরআনকে আর আপনার অধরা রহস্য মনে হবে না। আপনার সঙ্গে কুরআনের সবগুলো সুরার সঙ্গে একটি সেতুবন্ধন গড়ে উঠবে। তাই এই বইটি হতে পারে তাফসিরের জগতে প্রবেশের পূর্বে আপনার প্রস্তুতিমূলক কোর্স।

বইটি একনাগাড়ে পড়ে শেষ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বস্তুত বইটি পড়ার নিয়মও এটি নয়। কুরআনের কোনো সুরা তিলাওয়াতের পূর্বে সেটি একনজর এই বই থেকে পড়ে নিন। আর পার্থক্যটি নিজেই দেখুন।

❀❀❀

প্রিয় ভাই ও বোন,

গতানুগতিক দায়সারা গোছের তিলাওয়াত আর নয়। এখন থেকে ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের পেছনেও কিছু কিছু মেহনত শুরু করে দিন। কুরআনের একেকটি সুরা ধরুন এবং আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, কুরআনের একেকটি আয়াত আমাদের জীবনের একেকটি দিককে আলোকিত করে। অনেক আয়াত আমাদেরকে তাকওয়া অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, অনেক আয়াত হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করে, অনেক আয়াত গুনাহ পরিত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, অনেক আয়াত মুসিবতে সবর করতে উৎসাহ জোগায়। আপনি যখন ফাহম ও তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবেন, কুরআনের অনেক আয়াত আপনার হৃদয়ে রেখাপাত করবে, আয়াতগুলো আপনার চিন্তা-চেতনার অংশে পরিণত হবে এবং আপনাকে আপনার অজান্তেই আলোকিত জীবনের পথে ধাবিত করবে। তাই গতানুগতিক তিলাওয়াতের এই

অলসতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে হলেও ফাহম ও তাদাব্বুরের পেছনে মেহনত করুন।

বাংলা ভাষায় আমাদের জানামতে ফাহম ও তাদাব্বুর নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি। যারা তাদাব্বুর নিয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে চান, তারা মাওলানা আতিকুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহর কুরআনিয়াত সিরিজের বইগুলো পড়তে পারেন। ইতিমধ্যে 'আই লাভ কুরআন' এবং 'সুইটহার্ট কুরআন' নামে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। মুহতারাম মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ভাইয়ের 'কুরআন বোঝার মজা' বইটিও তালিকায় রাখতে পারেন। ছোট্ট পরিসরের বইটি আপনাকে মৌলিক কিছু দিকনির্দেশনা দেবে। সুরা ইউসুফের তাদাব্বুর নিয়ে আমাদের আরও একটি বই রুহামা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম, সুরা ইউসুফের পরশে। আশা করি, বাংলা ভাষায় কুরআন নিয়ে এভাবে সুন্দর সুন্দর কাজ আরও হতে থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই বইটি বাংলা ভাষায় ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের অঙ্গনে একটি নতুন সংযোজন।

❀❀❀

আমরা আর বেশি সময় নেব না, বইটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি জরুরি তথ্য জানিয়ে বিদায় চাইব। বইটির মূল আরবি নাম (أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ)। কুরআনের অনুবাদে আমরা কোনো বিশেষ অনুবাদ-কে হুবহু তুলে দিইনি। আমাদের রুচিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় কুরআনের এমন বঙ্গানুবাদ আপাতত আমাদের সামনে নেই। তাই সরল ও প্রাঞ্জল একটি অনুবাদ আমরা পাঠকের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য কুরআনের সহজলভ্য অন্যসব বঙ্গানুবাদও আমাদের নজরে ছিল। বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও ড. ফজলুর রহমানের অনুবাদ থেকে আমরা ভরপুর সাহায্য নিয়েছি। লেখকের উল্লেখিত টীকার পাশাপাশি আমরাও অনেকগুলো ব্যাখ্যামূলক টীকা ও উদ্ধৃতি যুক্ত করেছি।

আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বইটিকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে। তবুও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সচেতন পাঠক ভাইয়েরা

যদি কোনো ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবগত হন, তবে দয়া করে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন; বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন; লেখক, পাঠক, অনুবাদক ও প্রকাশক সবার জন্য এই বইটিকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

-ইফতেখার সিফাত

সূচিপত্র

প্রবেশিকা ¦ ২৯

ভূমিকা ¦ ৩১

সংকলন ও বিন্যাসের নীতি ¦ ৩৬

বইটি যেভাবে অধ্যয়ন করবেন? ¦ ৩৮

সুরা আল-ফাতিহা ¦ ৪১

সুরা আল-বাকারা ¦ ৪৯

সুরা আলে ইমরান ¦ ৬৫

সুরা আন-নিসা ¦ ৭৫

সুরা আল-মায়িদা ¦ ৮০

সুরা আল-আনআম ¦ ৮৭

সুরা আল-আরাফ ¦ ৯৬

সুরা আল-আনফাল ¦ ১০৩

সুরা আত-তাওবা ¦ ১০৮

সুরা ইউনুস ¦ ১১৫

সুরা হুদ ¦ ১২০

সুরা ইউসুফ ¦ ১২৫

সুরা আর-রাদ ¦ ১৩৪

সুরা ইবরাহিম ¦ ১৩৮

সুরা আল-হিজর ¦ ১৪২

সুরা আন-নাহল ¦ ১৪৭

সুরা আল-ইসরা ¦ ১৫৩

সুরা আল-কাহফ ¦ ১৫৭

সুরা মারয়াম ¦ ১৬৩

সুরা তহা ¦ ১৬৯

সুরা আল-আম্বিয়া ¦ ১৭৩

সুরা আল-হাজ ¦ ১৭৭

সুরা আল-মুমিনুন ¦ ১৮১

সুরা আন-নুর ¦ ১৮৫

সুরা আল-ফুরকান ¦ ১৮৯

সুরা আশ-শুআরা ¦ ১৯৬

সুরা আন-নামল ¦ ২০১

সুরা আল-কাসাস ¦ ২০৬

সুরা আল-আনকাবুত ¦ ২০৯

সুরা আর-রুম ¦ ২১৩

সুরা লুকমান ¦ ২১৭

সুরা আস-সাজদা ¦ ২২২

সুরা আল-আহজাব ¦ ২২৭

সুরা সাবা ¦ ২৩৩

সুরা ফাতির ¦ ২৩৭

সুরা ইয়াসিন ¦২৪২

সুরা আস-সাফফাত ¦ ২৪৭

সুরা সাদ ¦ ২৫২

সুরা আজ-জুমার ¦ ২৫৬

হা-মীম দিয়ে শুরু হওয়া সুরাসমূহ ¦ ২৬০

সুরা গাফির ¦ ২৬৩

সুরা ফুসসিলাত ¦ ২৬৭

সুরা আশ-শুরা ¦ ২৭২

সুরা আজ-জুখরুফ ¦ ২৭৬

সুরা আদ-দুখান ¦ ২৭৯

সুরা আল-জাসিয়া ¦ ২৮৩

সুরা আল-আহকাফ ¦ ২৮৭

সুরা মুহাম্মাদ ¦ ২৯২

সুরা আল-ফাতহ ¦ ২৯৭

সুরা আল-হুজুরাত ¦ ৩০১

সুরা কাফ ¦ ৩০৫

সুরা আজ-জারিয়াত ¦ ৩০৮

সুরা আত-তুর ¦ ৩১১

সুরা আন-নাজম ¦ ৩১৫

সুরা আল-কমার ¦ ৩১৮

সুরা আর-রহমান ¦ ৩২১

সুরা আল-ওয়াকিয়া ¦ ৩২৪

সুরা আল-হাদিদ ¦ ৩২৮

সুরা আল-মুজাদালাহ ¦ ৩৩৫

সুরা আল-হাশর ¦ ৩৪০

সুরা আল-মুমতাহিনা ¦ ৩৪৪

সুরা আস-সাফ ¦ ৩৪৮

সুরা আল-জুমুআহ ¦ ৩৫১

সুরা আল-মুনাফিকুন ¦ ৩৫৪

সুরা আত-তাগাবুন ¦ ৩৫৭

সুরা আত-তালাক ¦ ৩৬১

সুরা আত-তাহরিম ¦ ৩৬৬

সুরা আল-মুলক ¦ ৩৭০

সুরা আল-কলাম ¦ ৩৭৪

সুরা আল-হাক্কা ¦ ৩৭৬

সুরা আল-মাআরিজ ¦ ৩৭৮

সুরা নুহ ¦ ৩৮০

সুরা আল-জিন ¦ ৩৮২

সুরা আল-মুজ্জাম্মিল ¦ ৩৮৫

সুরা আল-মুদ্দাসসির ¦ ৩৮৮

সুরা আল-কিয়ামাহ ¦ ৩৯০

সুরা আল-ইনসান ¦ ৩৯৩

সুরা আল-মুরসালাত ¦ ৩৯৭

সুরা আন-নাবা ¦ ৪০০

সুরা আন-নাজিআত ¦ ৪০৩

সুরা আবাসা ¦ ৪০৬

সুরা আত-তাকউয়ির ¦ ৪০৮

সুরা আল-ইনফিতার ¦ ৪১১

সুরা আল-মুতাফফিফিন ¦ ৪১৪

সুরা আল-ইনশিকাক ¦ ৪১৭

সুরা আল-বুরুজ ¦ ৪১৮

সুরা আত-তারিক ¦ ৪২৩

সুরা আল-আলা ¦ ৪২৫

সুরা আল-গাশিয়াহ ¦ ৪২৮

সুরা আল-ফাজর ¦ ৪৩১

সুরা আল-বালাদ ¦ ৪৩৪

সুরা আশ-শামস ¦ ৪৩৭

সুরা আল-লাইল ¦ ৪৪০

সুরা আদ-দুহা ¦ ৪৪২

সুরা আশ-শারহ ¦ ৪৪৫

সুরা আত-তিন ¦ ৪৪৮

সুরা আল-আলাক ¦ ৪৫০

সুরা আল-কাদর ¦ ৪৫৩

সুরা আল-বাইয়িনাহ ¦ ৪৫৫

সুরা আজ-জালজালাহ ¦ ৪৫৮

সুরা আল-আদিয়াত ¦ ৪৬০

সুরা আল-কারিআহ ¦ ৪৬২

সুরা আত-তাকাসুর ¦ ৪৬৪

সুরা আল-আসর ¦ ৪৬৭

সুরা আল-হুমাজাহ ¦ ৪৬৯

সুরা আল-ফিল ¦ ৪৭২

সুরা আল-কুরাইশ ¦ ৪৭৪

সুরা আল-মাউন ¦ ৪৭৭

সুরা আল-কাউসার ¦ ৪৮০

সুরা আল-কাফিরুন ¦ ৪৮৩

সুরা আন-নাসর ¦ ৪৮৫

সুরা আল-মাসাদ ¦ ৪৮৮

সুরা আল-ইখলাস ¦ ৪৯০

সুরা আল-ফালাক ¦ ৪৯৩

সুরা আন-নাস ¦ ৪৯৫

তাদাব্বুরের গুরুত্ব ও ফজিলত ¦ ৪৯৭

আমলই কুরআনের আসল তাৎপর্য ¦ ৫০০

তাফসির ও তাদাব্বুরের জন্য আমরা যেসব কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দিই ¦ ৫০৯

কুরআনের পথিকদের জন্য মূল্যবান নির্দেশনা ¦ ৫১১

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ¦ ৫১৫

প্রবেশিকা

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

'আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?'[৪]

প্রথমেই আপনার চোখে পড়ল এই আয়াতটি :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

সহজ ও সরলের যত অর্থ আপনার মনে আছে, এই আয়াতটি সবগুলো অর্থই ধারণ করে—

- ✓ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে — সহজ ও সরল।
- ✓ হিফজের ক্ষেত্রে — সহজ ও সরল।
- ✓ অনুধাবনের ক্ষেত্রে — সহজ ও সরল।
- ✓ আমল ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে — সহজ ও সরল।

আপনি কেবল আপনার মনটাকে খালি করুন, মনোযোগ নিবদ্ধ করুন, ব্যস্ততা ও টেনশনগুলো ঝেড়ে ফেলুন। তারপর কুরআনের মহিমা ও মহত্ত্বের অনুভব নিয়ে তিলাওয়াত করুন—আল্লাহর শান ও আজমত সহযোগে তিলাওয়াত করুন।

৪. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ১৭।

আপনার দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ ও শানিত করুন। একই আয়াত বারবার তিলাওয়াত করুন। উদ্যম ও আগ্রহ ধরে রাখুন। আল্লাহ আপনার পথ সুগম করবেন; আপনাকে কল্যাণে ভরে তুলবেন; আপনার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দান করবেন।

ভূমিকা

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ﴾ [الكهف: ١]

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]

وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَهِدَايَةً لِّلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، سَيِّدِ وُلْدِ آدَمَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَعْدُ ...

আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর হাবিব ও রাসুলকে প্রেরণ করে মানবজাতির ওপর ইহসান করেছেন। তিনিই আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনুল কারিম নাজিল করেছেন, যেটি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।

এই কিতাবকে তিনি মানবজাতির জন্য বানিয়েছেন : নুর, বরকত, হিদায়াত, রহমত, সত্যের দিশারি, বিবাদ মীমাংসাকারী, দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য ও কামিয়াবির অবিকল্প গাইডলাইন।

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে কত মর্যাদাবান এই উম্মাহ!

সাহাবায়ে কিরাম ﷺ কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পয়গাম মনে করতেন। তাঁরা রাতে সালাতে এটি তিলাওয়াত করতেন এবং দিনে এর আহকাম বাস্তবায়ন করতেন।

তাঁরা দশ-দশটি আয়াত ধরতেন। প্রথমে সেগুলো ভালো করে শিখতেন। তারপর এগুলোর অর্থ ও মর্ম আয়ত্ত করতেন। তারপর সেগুলোর ওপর আমল করতেন। এর পরেই অন্য দশ আয়াতে যেতেন। এভাবে তাঁরা ইলম ও আমল দুটোরই চর্চা করতেন। ইলম ও আমলের এই সমন্বিত প্রয়াস তাঁদেরকে পরিণত করেছিল উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মে।

কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো কিতাব সংরক্ষণের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেননি। এটি উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতি তাঁর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। কুরআনে এসেছে :

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ﴾

'আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম; এতে ছিল হিদায়াত ও নুর। আল্লাহর অনুগত নবি, দরবেশ ও আলিমগণ এই তাওরাত অনুসারে ইহুদিদেরকে ফায়সালা দিতেন। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর সাক্ষীও ছিল।'[৫]

কিন্তু তারা সংরক্ষণের এই দায়িত্ব পালন করেনি। উলটো আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে—আমানতের খিয়ানত করেছে :

﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾

'অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছি। তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত

৫. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৪৪।

করেছে এবং তাদেরকে যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তার একটি অংশ ভুলে গেছে। অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের সবাইকেই আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবেন।'[৬]

তাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।'[৭]

পৃথিবীর বুকে কুরআনই একমাত্র আসমানি কিতাব, কোনো ধরনের বিকৃতি বা পরিবর্তন যাকে স্পর্শও করতে পারেনি—

﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

'বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—না সামনে থেকে, না পেছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'[৮]

বর্তমানে কুরআন ব্যতীত যত আসমানি কিতাব আছে সবগুলো ভ্রান্ত, বিকৃত ও বাতিল।

যুগে যুগে কুরআনের খিদমতে জীবন কুরবান করে ধন্য হয়েছেন অগণিত উলামায়ে কিরাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। উভয় জাহানে তাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন।

আজ মুসলিম উম্মাহর দিকে তাকালে একটি বিষয় আপনার সহজেই চোখে পড়বে—তারা কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ ও শ্রবণে অনেক উন্নতি সাধন করেছে। অবশ্যই এতে অগণিত কল্যাণ ও বরকত রয়েছে—তবে তা একটি

৬. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১৩।
৭. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৯।
৮. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২।

নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ। কারণ কুরআন নাজিলের মূল লক্ষ্য হলো, ফাহম[৯] ও তাদাব্বুর।[১০] আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

'এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার ওপর নাজিল করেছি; যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর করে এবং বুঝমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[১১]

- কুরআনকে ভালোবাসেন এমন অনেক মুসলিম ভাই মনে মনে ভাবেন, কুরআনের ইজাজ[১২] আমি কেন অনুধাবন করতে পারি না, কুরআন আমার অন্তরে কেন রেখাপাত করে না, কুরআনের অর্থ আমার মর্মে কেন মধুর হয়ে বাজে না। উক্ত আয়াতটি এসব প্রশ্নের একটি চমৎকার জবাব।

- এই প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়েই এমন একটি কিতাবের কথা মাথায় আসে, যেটি কুরআনপ্রেমী ভাইদের এই সমস্যাগুলোর সমাধান উপহার দেবে এবং কুরআন বোঝার পথের বাধাগুলো সরিয়ে দেবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, আমি আমার চিন্তাগুলো লিপিবদ্ধ করব, আমার কুরআন-পাঠের সারমর্ম তুলে ধরব এবং মুফাসসির ও বিশেষজ্ঞদের রচনাবলি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করব। তারপর সেগুলোকে এমন একটি সহজ বিন্যাসে সংকলন করব; যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে কষ্ট না হয়; আবার অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদেরও কাজে আসে।

- এই বইটি একটি চাবির মতো, যেটি আপনার সামনে খুলে দেবে একটি সম্ভাবনাময় দরোজা, যেটির ভেতর দিয়ে আপনি নির্ভয়ে তাফসিরজগতে পদার্পণ করতে পারবেন কিংবা বলতে পারেন এই বইটি কুরআনের

৯. (الْفَهْمُ) 'ফাহম' আরবি শব্দ। অর্থ : বোঝা বা অনুধাবন করা।

১০. তাদাব্বুর হলো, শিক্ষাগ্রহণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্যে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। আরও একটু খুলে বললে, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা, আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করে প্রভাবিত হওয়া, কল্যাণ অর্জন ও অনুসরণ করার নাম তাদাব্বুর। বিস্তারিত জানতে পড়ুন : مفهوم التدبر في ضوء (القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم للشيخ د. محمد الربيعة)

১১. সূরা সাদ, ৩৮ : ২৯।

১২. অলৌকিকতা।

তাদাব্বুরের পথে আপনার প্রথম পদক্ষেপ; অথবা বলতে পারেন, এটি কুরআনের সঙ্গে আপনার নতুন বন্ধন গড়ার একটি প্রয়াস।

প্রিয় পাঠক,

এই আমার পুঁজি—যদিও তা বড়ই নগণ্য—আপনার সামনে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো কুরআন নিয়ে আমার ফিকির ও মেহনতের সারনির্যাস, যা আপনার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আপনি যদি এগুলোকে কবুল করেন, তবে যথারীতি মূল্যায়ন করুন, অন্যথায় সদয়ভাবে এড়িয়ে যান। আমার এই ছোট্ট প্রকল্পে যা কিছু সঠিক ও বিশুদ্ধ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা কিছু ভুল ও ভ্রান্ত, সেগুলো আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে—আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। ওয়াল্লাহুল মুসতাআন।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমার এই মেহনতকে খালিস তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেন এবং এই বইটিকে উম্মাহর কুরআন শিক্ষা ও গবেষণার সুবিশাল প্রাসাদের একটি যথোপযুক্ত ইট হিসেবে কবুল করেন।

আদিল মুহাম্মাদ খলিল

সংকলন
ও বিন্যাসের নীতি

আমি কিতাবটির আলোচনাকে আটটি পয়েন্টে বর্ণনা করেছি :

প্রথম পয়েন্ট : সুরার আয়াতসংখ্যা। এটি মাক্কি নাকি মাদানি? আর এটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি ইমাম বুরহানুদ্দিন বিকায়ি ﵀ ও তার সমমনা মুফাসসিরদের ধারা অনুসরণ করেছি। তাদের মতে, যেসব সুরা হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে, সেগুলো মাক্কি এবং যেগুলো পরে নাজিল হয়েছে, সেগুলো মাদানি বলে গণ্য হবে। কোন স্থানে নাজিল হয়েছে সেটি বিবেচনা করা হবে না।

দ্বিতীয় পয়েন্ট : সুরার নামসমূহ—নাম একটি হোক বা একাধিক, ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছি। এ ক্ষেত্রে আমি দুটি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি :

১. আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ইমাম সুয়ুতি।

২. আত-তাহরির ওয়াত তানউয়ির, ইমাম ইবনে আশুর।

তৃতীয় পয়েন্ট : সুরার নামকরণের কারণ। এ ক্ষেত্রেও আমি পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটোর অনুসরণ করেছি।

চতুর্থ পয়েন্ট : সুরার নির্বাচিত কিছু ফজিলত, যেগুলো সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থগুলোকে সামনে রেখেছি। যেমন : সহিহুল বুখারি, সহিহু মুসলিম, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিজি, সুনানু ইবনি মাজাহ। আর সহিহ ও গাইরে সহিহ নির্ণয়ের

জন্য আমি মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণের অভিমতের ওপর নির্ভর করেছি। যেমন : ইমাম জাহাবি ও শাইখ আলবানি ﷺ।

পঞ্চম পয়েন্ট : সুরার ভূমিকার সঙ্গে উপসংহারের সামঞ্জস্য। তবে আমি ভূমিকা বলতে কেবল প্রথম আয়াত এবং উপসংহার বলতে কেবল শেষ আয়াত বুঝাইনি। বরং বিষয়টিকে আমি একটু ব্যাপক রেখেছি। আমি শুরু ও শেষের দিকের আয়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য দেখিয়েছি।

ষষ্ঠ পয়েন্ট : সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু কিংবা মৌলিক লক্ষ্য, যাকে ঘিরে পুরো সুরার আলোচনা আবর্তিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমি ইমাম বিকায়ির মাসায়িদুন নাজার এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ যেমন : তাফসিরে কুরতুবি, তাফসিরে ইবনে কাসির ইত্যাদিকে অনুসরণ করেছি।

সপ্তম পয়েন্ট : সুরার আলোচ্য বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করেছি এবং সংক্ষেপে প্রতিটি সুরার সারাংশ তুলে ধরেছি। প্রতিটি পয়েন্টেই আমি আয়াত নাম্বার উল্লেখ করেছি, যে আয়াতে সেই পয়েন্ট প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে। তবে সুরা বালাদ থেকে সুরা নাস পর্যন্ত এমনটি করা হয়নি। কারণ এসব সুরায় আয়াতসংখ্যা কম। আর এ ক্ষেত্রে আমি তিনটি গ্রন্থের অনুসরণ করেছি :

১. মাসায়িদুন নাজার, ইমাম বুরহানুদ্দিন বিকায়ি ﷺ
২. আত-তাহরির ওয়াত তানউয়ির, ইমাম ইবনে আশুর
৩. আত-তাফসিরুল ওয়াজিহ, মুহাম্মাদ মাহমুদ হিজাজি

অষ্টম পয়েন্ট : সুরা সম্পর্কে নির্বাচিত কিছু প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য এবং সূক্ষ্ম বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষে উৎসগ্রন্থের রেফারেন্সও সংযোজন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কুরআনের প্রতিটি আয়াতে লুকিয়ে আছে অসংখ্য হিকমত, সূক্ষ্মতা ও রহস্য, যার সবগুলো তুলে ধরা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। বরং সংক্ষেপে সহজ কিছু আলোচনা সন্নিবেশিত করাই আমাদের লক্ষ্য। তাই প্রতিটি সুরা সম্পর্কে নির্বাচিত কিছু হিকমত ও সূক্ষ্ম মন্তব্য উল্লেখ করেই আলোচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

বইটি যেভাবে অধ্যয়ন করবেন?

❁ আপনার লক্ষ্য যেন শেষ সুরা না হয়

ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'কুরআনকে কবিতার মতো দ্রুত আবৃত্তি করো না, শুকনো খেজুর ছিটানোর মতো এলোমেলোভাবে তিলাওয়াত করো না; বরং কুরআনের বিস্ময়কর ইলম ও হিকমাহগুলো অনুধাবন করো; কুরআনের মর্মের অনুভবে তোমার হৃদয়কে আলোড়িত করো। শেষ সুরায় পৌঁছানোই যেন তোমার লক্ষ্য না হয়।'[১৩]

এই কিতাবটি আপনি একনাগাড়ে পড়ে শেষ করবেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং আপনি প্রতিদিন কুরআনের যে অংশটুকু তিলাওয়াত করেন, সেটি আগে এই বই থেকে পড়ে নিন। এবার পার্থক্যটা দেখুন!

❁ অগ্রসর হোন, বসে থাকবেন না

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ বলেন, 'কোনো ইবাদতে যদি তুমি হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পাও, তবে তাতে মনোনিবেশ করো, অবহেলা করে আমলটিকে পিছিয়ে দিয়ো না। কারণ তুমি জানো না, পরে আবার কোন ব্যস্ততা এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরে।'

১৩. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৮৭৩৩।

❁ উদ্যম ও অবসাদ

আপনার মনে যখন উদ্যম থাকে, বেশি করে তাদাব্বুরে কুরআনে সময় দিন— আপনার পূর্ণ শক্তি ও হিম্মত নিয়ে মনোনিবেশ করুন। আপনি যদি সাগ্রহে সামনে অগ্রসর হন, তবে আল্লাহ আপনাকে আরও সামনে এগিয়ে দেবেন। আর অবসাদের সময় তাদাব্বুরে কুরআনে একটু কম সময় দিলেও সমস্যা নেই। তবে সাবধান, ইবাদতের যখন ভর মৌসুম চলে, যখন আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়, তখন যেন আপনাকে আলস্য পেয়ে না বসে। যেমন : মাহে রমাদান ও জিলহজের প্রথম দশ দিন।

❁ বৈচিত্র্য বিরক্তি নিরোধক

বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং কুরআনের যে সুরাটি আপনার পড়তে ভালো লাগে, সেটি দিয়ে শুরু করুন। তারপর যে সুরায় মন চায় চলে যান। এতে শয়তান সহজে আপনার মনে ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপাদন করতে পারবে না। আপনার মনে উদ্যম অটুট থাকবে।